আগামী শতাব্দীর দাবি পূরণে নট্রামস প্রকাশ করেছে শিশুদের জন্য বর্ণমালা শেখার নতুন এক বই 'কম্পিউটার বর্ণমালা'

সমুদ্র হক

সে ই শ্লেট-পেন্সিল...! পাথরের কালো শ্লেট চারধারে কাঠের চিলতে দিয়ে মোড়ানো। পাথরেরই চিকন পেন্সিল। এই শ্লেটে অ আ ক খ এ বি সি ডি বাংলা ও ইংরেজী বর্ণমালা লিখে শেখানো হতো ভাষা। রে পর অ-তে অজগর ঐ আসছে তেড়ে আ-তে আমটি আমি খাব পেড়ে অথবা ইংরেজী এ-তে আপেল বি-তে ব্যাট সি-তে ক্যাট... শ্লেট-পেন্সিলে লিখে শেখার সেই দিনগুলো আর পাঠশালার মাস্টারমশাইয়ের গর্জনের সেই ক্ষণ আজ আর নেই। ছোট্টমণিদের ভয় দেখানো অজগর আজ আর তেড়ে আসতে পারছে না। সব ভয় সব শঙ্কা জয় করে চলেছে বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এসেছে কম্পিউটার বিজ্ঞান। এক কালে যা ছিল শুধুই স্বপ্ন, কম্পিউটার সে স্বপ্ন শুধু বাস্তবেই রূপ দেয়নি। বিস্ময়কর হতবাক করে দেয়ার মতো অনেক কিছুই ঘটিয়ে চলেছে এই কম্পিউটার। অতি নিকট ভবিষ্যতে এমনই হতে যাচ্ছে তখন বর্ণমালা থেকে জগত সংসারের সকল কাজ সারতে হবে কম্পিউটারে। অতি নিকটেই এমনই এক সময় যখন আপনার ঘরে কোন একস্থানে ঠাঁই পাবে কম্পিউটার এবং তা প্রয়োজনেই।

এক সময় বর্ণমালায় তেড়ে আসত অজগর তা ভয়ঁ দেখাতে ছোবল দিতে। আর এখন কম্পিউটার দ্রুত ছুটে আসছে গলে মালা পরিয়ে ঘরে ঠাঁই নিয়ে আপন করতে। ইংরেজী ডব্লিউতে বর্ণমালায় পড়ানো হতো উইনডো অর্থাৎ জানালা। আর এখন কম্পিউটারের কতই জানালা যে খুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কম্পিউটার জানালা দিয়ে অনেক কাজের কিছু কাজ করেছে বগুড়ার 'নট্রামস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা অনুভব করতে পেরেছে নতুন শতাব্দীর পদার্পণে আগামী প্রজন্ম আমাদের শিশুদের জন্যও কিছু করতেই হবে। 'নট্রামস' এ শুধু বড়দের কম্পিউটার শেখালেই চলবে না। আগামী শতাব্দীর দাবি পূরণে শিশুদের এখন থেকেই পরিচয় করাতে হবে কম্পিউটারের সাথে। তাই নট্রামস প্রকাশ করেছে শিশুদের জন্য বর্ণমালার একটি বই। যে বইয়ের নাম কম্পিউটার বর্ণমালা। ইংরেজী এই বর্ণমালায় 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত শিশুরা শিখবে কম্পিউটারের পুরো ব্যাপারগুলো। এ জন্য প্রতিটি বর্ণের কম্পিউটার পরিচিতির সাথে রঙিন ছবিও দেয়া হয়েছে।

এই বর্ণমালার বিশেষ ধরনের বইটিতে এ বি সি ডি... সাজানো হয়েছে— এভাবে শুরুতেই এ মানে এ্যাপল বা আপেলের ছবি দিয়ে বলা হয়েছে এটি শুধু খাবার আপেল নয় এই 'এ' বর্ণ দিয়েই হয় একটি কম্পিউটারের নাম— যার নামও 'এ্যাপল'। এরপর এই কম্পিউটার দেখতে কেমন কি কাজ হয় তা সহজ বাংলা ভাষাতেই বোঝানো হয়েছে। এমনি করে 'বি'তে বুট আপ। এই বুট আপ কি কোল্ড বুট-ওয়ার্ম বুট কি— সহজ বাংলা ভাষায় তার স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। 'সি'-তে কম্পিউটার রঙিন ছবিতে পুরো বর্ণনা। ডি'তে ড্রাইভ, ই-তে ইলেকট্রনিক মেইল। এই ই-মেইল কম্পিউটারের মাধ্যমে পোস্ট অফিসের মতো কিভাবে চিঠি আদান-প্রদান করে তার বর্ণনা। এমনি করে জি-তে গিগা বাইট। এইচ-তে হার্ডওয়্যার। আই-তে আরেক ধরনের কম্পিউটার আইবিএম। 'জে'-তে জয় স্টিক। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভিডিও গেম খেলার বর্ণনা দিয়ে শিশুমনকে বর্ণমালা পাঠে আকর্ষণ করা হয়েছে। কে-তে কী বোর্ড, এম-তে মাদার বোর্ড, এন-নেটওয়ার্ক, ও-আউটপুট... এভাবে বর্ণমালা দিয়ে পরিচিতি চলছে। ডব্লিউতে শুধু জানালাই হয় না, কম্পিউটারের বিশ্বভুবন খুলে যায়। বর্ণমালায় ডব্লিউতে বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ। সবশেষে 'জেড' বর্ণ দিয়ে বলা হয়েছে ইন্টারনেটে বিশ্ব চিড়িয়াখানার সব জীবজন্তুও দেখা যায়।

কম্পিউটার যে মানুষের চিরস্থায়ী বন্ধু তার পূর্ণ পরিচয় রয়েছে এই বর্ণমালার বইটিতে। বগুড়ার 'নট্রামস' থেকে বর্ণমালার এই মজার বইটি শিশুদের জন্য তৈরি করেছেন নট্রামস পরিচালক আব্দুল মান্নান সরকার। বইটি প্রকাশে

কম্পিউটার বর্ণমালায় এখন এবিসি শিখছে শিশুরা —জনকণ্ঠ

অনুপ্রেরণা ও পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'নট্রামস' (পুরো অর্থ ন্যাশনাল ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ একাডেমী ফর মান্টিল্যাঙ্গুয়াল শর্টহ্যান্ড) নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বগুড়ার আবদুল মান্নান সরকার। যিনি শর্টহ্যান্ডের এক আঁচড়ে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় লিখন আবিষ্কার করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় শর্ট হ্যান্ড (মান্টিল্যাঙ্গুয়াল) দিয়ে।

'৯১ সালে নট্রামস পদার্পণ করে কম্পিউটার ভুবনে। বর্তমানে নট্রামস ভবনে রয়েছে ৩শ'টিরও বেশি এ্যাপল ও আইবিএম কম্পিউটার। সমগ্র দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে নট্রামস থেকে।

কর্মকর্তাদের ব্যাচওয়াইজ প্রশিক্ষণের সাথে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর শিক্ষকগণও ট্রেনিং নিচ্ছেন। কম্পিউটারের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ ছাড়াও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্সসহ অন্যান্য কোর্স চালু আছে। নট্রামস পরিচালক ও কম্পিউটারে বর্ণমালা বইটির প্রণেতা আবদুল মান্নান সরকার বললেন— 'মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকে না, তবে তার কর্ম চিরঞ্জীব হয়ে রয়। কে আমাকে কতটুকু ভালবাসা দিল না গালি দিল সেদিকে আমি তাকাতে চাই না। শুধু মনে রাখি আমি এই আবদুল মান্নান সরকার দেশ ও জাতিকে কতটুকু দিতে পারলাম। সেই প্রেরণা থেকেই শিশুদের জন্য কিছু রেখে যেতে এই কম্পিউটার বর্ণমালা বইটি শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

তিনি জানান— ঢাকার বেশ কয়েকটি স্কুলে এই বর্ণমালা বইটি পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। ক্রমেই দেশের অন্যান্য স্কুলেও এই বইটি পাঠ্য তালিকায় স্থান করে নেবে।

মান্নান সরকার বললেন, কম্পিউটার সম্পর্কে যাঁরা কিছুই জানেন না তাঁরাও এই বর্ণমালা পড়ে অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

সেদিনের শ্লেট-পেন্সিল আগামী শতকে কম্পিউটার স্ক্রিন ও কী বোর্ড নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে ঘরে ঘরে... এই শিশুরাই আগামীতে অ আ ক খ এ বি সি ডি কম্পিউটারে লিখে শিখে কেউ হবে ডাক্তার কেউ হবে প্রকৌশলী কেউ হবে বিজ্ঞানী। সকল প্রফেশনেই এসে যাবে কম্পিউটার। শিশুরাও আগাম তৈরি হচ্ছে কম্পিউটার বর্ণমালা দিয়ে...।